কালের কণ্ঠ

তারিখ ... 20 MAR 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১৬ ... কলাম ... ৬ ...

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়

উপাচার্যের পদত্যাগ চাইলেন আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা

বাকৃবি প্রতিনিধি ▷

নৈতিক স্খলন, নারী কেলেঙ্কারি, স্বেচ্ছাচারিতা, দুর্নীতির অভিযোগে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকুল হকের পদত্যাগ দাবি করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামীপন্থী শিক্ষকরা। বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের সভাকক্ষে আয়োজিত সংগঠনটির এক সংবাদ সম্মেলনে এই দাবি করা হয়। উপাচার্য পদত্যাগ না করা পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম নামের সংগঠনটি। একই দাবিতে গতকাল ক্যাম্পাসে মানববন্ধনও করেছে তারা।

জানা গেছে, উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি অনুষদের করিডরে মানববন্ধনের আয়োজন করে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম। পরে সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। ফোরামের সভাপতি অধ্যাপক ড. এ কে এম শামসুদ্দীনের সভাপতিত্বে ও ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের সঞ্চালনায় এতে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন অধ্যাপক ড. এ কে এম জাকির হোসেন। লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, সম্প্রতি উপাচার্য অধ্যাপক ড. রফিকুল হকের নৈতিক স্খলন, স্বেচ্ছাচারিতা এবং বিভিন্ন পর্যায়ের দুর্নীতির মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয়েছে। তাঁর (উপাচার্য) বিরুদ্ধে সরাসরি নৈতিক স্খলনের প্রমাণ হিসেবে কিছু আপত্তিকর স্থিরচিত্র, কথোপকথনের অডিও ক্লিপের সিডি রয়েছে। এ ব্যাপারে গত বুধবার গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরাম শতাধিক শিক্ষকের উপস্থিতিতে একটি জরুরি সাধারণ সভার আয়োজন করে। সভায় সিদ্ধান্ত হয়, বৃহস্পতিবার সকালের মধ্যে উপাচার্যকে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অসত্য প্রমাণ করতে হবে। এ সময়ের মধ্যে উপাচার্য তা না করায় তাঁকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে তাঁর পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেন তাঁরা। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক ড. মো. আফজাল হোসেন, অধ্যাপক ড. মো. আবদুর রহমান সরকার, অধ্যাপক ড. মো. আবুল খায়ের চৌধুরী, অধ্যাপক ড. মো. শহীদ উল্লাহ তালুকদার, অধ্যাপক ড. লুৎফুল হাসান প্রমুখ।

এ ব্যাপারে গণতান্ত্রিক শিক্ষক ফোরামের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক ড. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান বলেন, 'উপাচার্যের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের এক নারী কর্মচারীর অনৈতিক সম্পর্কের স্থিরচিত্র, কথোপকথনের অডিও ক্লিপের সিডি রয়েছে। আমরা তাঁর পদত্যাগ দাবি করছি। আমাদের দাবি মেনে না নিলে আগামী রবিবার থেকে লাগাতার আন্দোলন চলবে।'

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য কিছু স্বার্থান্বেষী মহল উপাচার্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে বলে ময়মনসিংহের কোতোয়ালি মডেল থানায় বাদী হয়ে একটি সাধারণ ডায়েরি করেছেন প্রধান নিরাপত্তা কর্মকর্তা মহিউদ্দিন হাওলাদার।

উপাচার্যের বক্তব্য : উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. রফিকুল হক এ ব্যাপারে বলেন, 'আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে। শিক্ষকরা আমার পদ থেকে আমাকে উৎখাতের চেষ্টা চালাচ্ছেন। সাইবার ক্রাইমের মাধ্যমে মিথ্যা-বানোয়াট অডিও ক্লিপ তৈরি করে আমাকে ফাঁসানোর চেষ্টা চলছে।' পদত্যাগ বিষয়ে জানতে চাইলে তিনি বলেন, পদত্যাগের প্রশ্নই আসে না।